প্রিয় বই

সুমিতা চক্রবর্তী

ক্লিন্টন সিলি এবং জীবনানন্দের অনুবাদ

ক্লিন্টন সিলি এবং জীবনানন্দ এই দুই নাম যেন বাঙালির মনে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। যদিও ক্লিন্টন সিলি কেবল জীবনানন্দ চর্চাই করেছেন তা নয়। তাঁর অন্য একটি প্রবন্ধের বইয়ের নাম 'বরিশাল অ্যান্ড বিয়ন্ড: এসেজ অন বাংলা লিটারেচার' (ক্রনিকল বুকস, নিউ দিল্লি, ২০০৮)। সেই বইটিতে দেখি, তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন অন্নদামঙ্গল কাব্য নিয়ে; মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে কেন্দ্র করে লিখেছেন চারটি প্রবন্ধ; লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় মঙ্গলকাব্যের দোষ-গুণ নিয়ে। সেই সঙ্গে মীর মশাররফ হোসেন, সত্যজিৎ রায়ের রবীন্দ্র অনুসরণ নিয়ে এবং আরও কিছু বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রসঙ্গ নিয়ে; তা সত্ত্বেও বলা যায় তাঁর জীবনানন্দ চর্চাই তাঁকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে। আরও একটি সত্য এই যে জীবনানন্দের সঙ্গে পরিচয় সূত্রেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ। যে বইটি নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই সেটি হল তাঁর সাম্প্রতিক একটি কাজ— জীবনানন্দের নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ-সংকলন।

আমেরিকার গবেষক ক্লিন্টন বি সিলি (জন্ম ১৯৪১) ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক হবার পর যোগ দিলেন 'ইউএস পিস কর্পস'-এ এবং কাজ করতে এলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গে। সেখানেই শিক্ষকতা করলেন। বাংলা শিখলেন। তখনও জীবনানন্দকে তিনি জানতেন না। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে অধ্যাপক এডওয়ার্ড সি ডিমকের কাছে কাজ করলেন এবং স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করলেন ১৯৬৮-তে। অধ্যাপক ডিমক ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ, বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী। সেখানেই আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক লেখক কর্মশালায় জ্যোতির্ময় দত্ত তাঁকে জীবনানন্দের কথা বলেন। সিলি এরপর কলকাতায় ফিরলেন ১৯৬৯-এ এবং মগ্ন হয়ে গেলেন জীবনানন্দে। জীবনানন্দ দাশের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে লিখিত তাঁর গবেষণাগ্রন্থ ১৯৭৬-এ সম্পূর্ণ হল। তার আগেই ১৯৭১-এ তিনি অবশ্য ফিরে গেছেন শিকাগোতে।

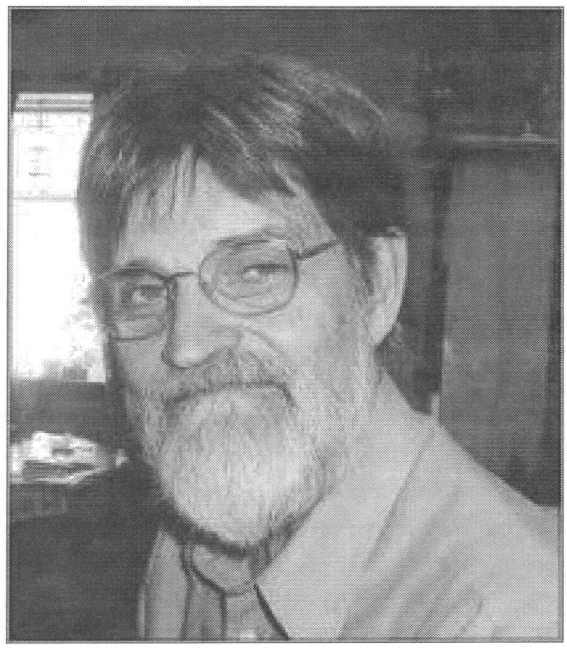

ক্লিন্টন বি সিলি

এই গবেষণাগ্রন্থ 'আ পোয়েট আপার্ট' নামে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯০-এ। বাংলা সাহিত্যে এই অনুরাগী গবেষক অধ্যাপক অতঃপর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ডিমক অবসর গ্রহণের পর সেই পদে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তিনিও অবসরপ্রাপ্ত। তাঁর গবেষণাগ্রন্থটি 'অনন্য জীবনানন্দ' নামে অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের ফারুক মঈনউদ্দীন। ক্লিন্টন সিলির জীবনানন্দ অনুবাদের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বলে নেওয়া যায় যে, তিনি বাংলা সাহিত্যের আরও কিছু নিদর্শনের অনুবাদ করেছেন। যেমন বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' উপন্যাস (রেন থ্রু দ্য নাইট, ১৯৭৩); নির্বাচিত শাক্ত পদাবলি (গ্রেস অ্যান্ড মার্সি ইন হার ওয়াইল্ড হেয়ার, ১৯৮২); রামপ্রসাদ সেনের গানের অনুবাদ ও ভূমিকা (১৯৯৯) এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য'র অনুবাদ (দ্য স্লেইং অব

মেঘনাদ, ২০০৪)।

জীবনানন্দের কবিতার অনুবাদ তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর গবেষণার কাজ করবার সময়ই। কবির জীবনকে তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার প্রয়াস ছিল প্রথম থেকেই। তারপর জীবনানন্দের পঁয়ত্রিশটি কবিতা নিয়ে স্বতন্ত্র একটি অনুবাদ সংকলন প্রকাশিত হল ২০১৯-এ। এই বইটি সামনে রেখে মনে এল অনুবাদ সম্পর্কে কিছু ভাবনা, জীবনানন্দের কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে কিছু ভাবনা এবং ক্লিন্টন সিলির জীবনানন্দ-অনুবাদ সম্পর্কে কিছু ভাবনা।

জীবনানন্দের কবিতার অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে কাজ নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন মার্টিন কার্কম্যান নামের এক ইংরেজ যুবক। তিনি ভালোবাসতেন আধুনিক কবিতা এবং অচিরেই তিনি বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি কবিদের। কার্কম্যানের সঙ্গে একত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যে অনুবাদ সংকলনের পরিকল্পনা করেন সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালে 'মডার্ন বেঙ্গলি পোয়েমস্' নামে এবং তার সম্পাদক ছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। অধিকাংশ কবিতাই অনুবাদ করেছিলেন মার্টিন কার্কম্যান। কার্কম্যান অনুবাদ করবার আগেই জীবনানন্দ নিজের কিছু কিছু কবিতা অনুবাদ করেছিলেন ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে, বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে। সেগুলির মধ্যে ছিল বনলতা সেন, বিড়াল ও মনোবীজ। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি আরও আটটি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু সেগুলি দেবীপ্রসাদ সম্পাদিত পূর্বোক্ত সংকলনটিতে নেই। বস্তুত জীবনানন্দের নিজের করা অনুবাদ তাঁর জীবৎকালে একটিই মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'কবিতা' পত্রিকার একটি বিশেষ দ্বিভাষিক সংকলনে। তারপরে বিভিন্ন জায়গায় জীবনানন্দের নিজের কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য বর্তমান প্রাবন্ধিকের লেখা 'জীবনানন্দের কবিতার অনুবাদ' (জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য; সাহিত্যলোক, সংস্করণ ২০১৬)।

অন্যের কলমে জীবনানন্দের অনেক অনুবাদ হয়েছে তারপর থেকে। বিস্তৃত তথ্যের জন্য জীবনানন্দের কবিতার অনুবাদ প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে। কয়েকজন অনুবাদক হলেন বুদ্ধদেব বসু, লীলা রায়, পি. লাল ও শ্যামশ্রী দেবী, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, ম্যারিয়ান ম্যাডার্ন, শিবনারায়ণ রায়, আনন্দ লাল, জো উইন্টার। তার পরেও করেছেন এবং করে চলেছেন আরও অনেকেই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশিত ২০০২ খ্রিস্টাব্দে সুকান্ত চৌধুরী সম্পাদিত 'আ সার্টেন সেন্স' নামের একটি সংকলন, যেখানে সবসুদ্ধ আমরা ষাটটি কবিতা পাই, অনুবাদ করেছেন অনেকেই— শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা

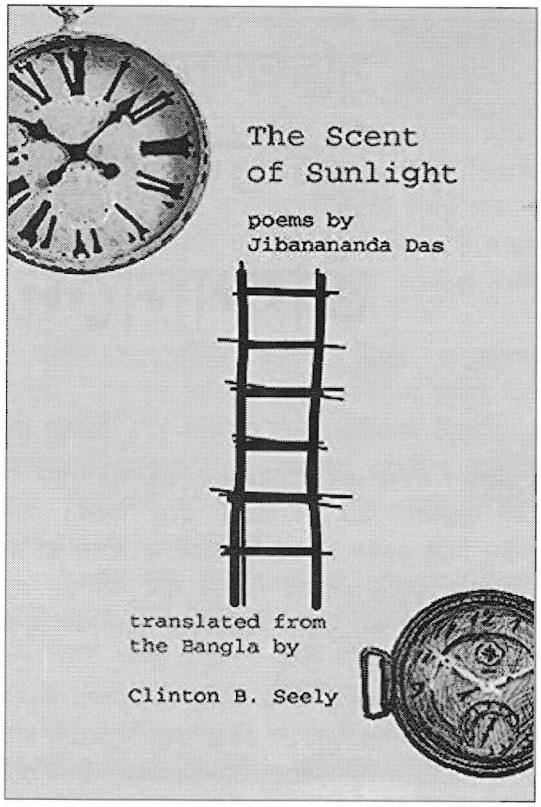

চক্রবর্তী, ভাস্বতী চক্রবর্তী, সুকান্ত চৌধুরী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, শিশিরকুমার দাশ, ইন্দ্রাণী হালদার, আনন্দ লাল, স্বপন মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

ক্লিন্টন সিলির অনুবাদ-সংকলনটি আমরা এখন দেখব। আগেই বলেছি, আমাদের হাতের বইটিতে আছে পঁয়ত্রিশটি কবিতা। সিলি দীর্ঘকাল ধরে জীবনানন্দের কবিতার অনুবাদ করে চলেছেন। এই সংকলনে পূর্বকৃত অনুবাদ যেমন, তেমনই আছে নতুন করা কিছু লেখা। কোনও কোনও কবিতা আবার আগের করা অনুবাদ থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। এ বিষয়ে 'বনলতা সেন' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'বনলতা সেন' কবিতাটির তৃতীয় স্তবকের 'সব পাখি ঘরে আসে,— সব নদী— ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন'— এই পঙ্‌ক্তিটির অনুবাদ পাঠ করতে গেলে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। সেই আশ্চর্য পঙ্‌ক্তি— 'সব পাখি ঘরে আসে,— সব নদী— ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন'— সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে কবির নিজের অনুবাদে। এই পঙ্‌ক্তির দুটি ড্যাশ— বিশেষত, দ্বিতীয় ড্যাশটি নিয়ে কতই না জল্পনা অনুবাদকদের। মার্টিন কার্কম্যান লিখলেন— '...all the rivers flow home...'; আবার ১৯৭২-এ সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশিত জীবনানন্দের জীবনীতে চিদানন্দ দাশগুপ্ত লিখলেন— '...every river reached the ocean'।

দুই অনুবাদকই ড্যাশকে কেন ড্যাশই রাখলেন না— এ প্রশ্ন করতেই পারি। তবু এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ড্যাশটিকে উপেক্ষা করেননি তাঁরা। নিজেদের মতো ব্যাখ্যায় ভরিয়ে দিয়েছেন ড্যাশ-এর বাঙ্ময় নীরবতা।

এই কবিতার অনুবাদে সিলির পঙ্‌ক্তিটি দেখি— 'All birds come home, all rivers, all of life's tasks finished.'। এখানে আবার সিলি ভাষা রেখেছেন যথাযথ, কিন্তু ড্যাশ তুলে দিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন কমা। সুকান্ত চৌধুরী আবার একটি ড্যাশ রেখেছেন, একটি তুলে দিয়েছেন— 'All the birds come home, all the rivers— all life's trade ends.'। ড্যাশ নিয়ে এত বিচিত্র ভাবনা অনুবাদকদের, আমাদেরও একটু ভাবনায় ফেলে দেয়।

'বনলতা সেন' কবিতাটি সম্পর্কে দীর্ঘকালের চিন্তায় একটি সিদ্ধান্তে এসেছেন ক্লিন্টন বি. সিলি। তিনি তাঁর 'আ পোয়েট অ্যাপার্ট' নামক জীবনানন্দের জীবনী-গ্রন্থে এই কবিতাটির 'মালয় সাগরে'-কে 'to 'Malayan seas' করেছিলেন। সব অনুবাদকই মোটের ওপর এমনই করেছেন। কিন্তু পরে সিলির মনে হয়েছে— এই মালয় ভারত-বহির্ভূত 'মালয়' নয়। ভারতেরই মালাবার উপকূল— যেখানে মলয়ালিরা বাস করেন, আছে মলয় পর্বত— তার কথাই বলেছেন জীবনানন্দ। এ বিষয়ে সিলি একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধই লিখেছেন— 'Shifting seas and Banalata Sen' (Barishal and Beyond, essays on Bangla literature, D. C. Publishers, New Delhi, 2008)। এই প্রবন্ধে সিলি কবিতাটির অনুবাদে রেখেছেন তাঁর পরিবর্তিত পঙ্‌ক্তিটি— 'I have been roaming... to seas up the Malabar Coast.'। কিন্তু কোনও অজানা কারণে সিলি 'পরবাস' থেকে প্রকাশিত সংকলনটি আরও পরে, ২০১৯-এ হলেও সেখানে আগের করা পঙ্‌ক্তিটিই রেখেছেন— 'I roamed... from waters round Sri Lanka in dead of night to Malayan seas.'। বস্তুতই কোন অনুবাদকের মনে কখন কী চিন্তা জাগে তা পাঠকের পক্ষে বোঝা মুশকিল। আমার অনেক সময়েই মনে হয়, প্রতিটি অনুবাদ-কবিতাই এক একটি স্বতন্ত্র কবিতা।

'দ্য সেন্ট অব সানলাইট'— জীবনানন্দের কবিতার এই অনুবাদ সংকলনটি হাতে নিলে খুবই ভালো লাগে। প্রতিটি অনুবাদের সঙ্গে মূল বাংলা দেওয়া আছে। সেই সঙ্গে বইয়ের শেষে দেওয়া আছে প্রয়োজনীয় টীকা। ক্লিন্টন সিলির প্রতি এবং পরবাস প্রকাশনা সংস্থার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রইল। বিশেষ করে সিলির অনুবাদগুলির পাশে অন্য আরও কয়েকটি অনুবাদ রেখে পড়লে পাঠকের মনে অনেক নতুন ভাবনার তরঙ্গ জাগবে। তবে মূল বাংলা পড়তে পারেন বলে এই সুযোগ বিশেষ করে বাঙালিরাই পেতে পারেন। অন্য ভাষাভাষীদের সেই সুবিধা হবে না। তবে এমন হতে পারে, তিন-চারটি অনুবাদ পড়বার পর তাঁদের জানতে ইচ্ছা হবে মূল বাংলা কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি। এভাবেও বাংলা ভাষা প্রসারিত হয় অন্য ভাষার পাঠকদের কাছে।